ভোরের কাগজ

২৪/১০/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫ .....

লক্ষ্মীপুরের ৪ উজেলায় প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

এবিএম রিপন, লক্ষ্মীপুর থেকে : লক্ষ্মীপুর জেলার চারটি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রমে অব্যবস্থা বিরাজ করছে। ফলে জেলার প্রায় ৫০ শিশু প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রায়পুর, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ ও রামগতি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৫০২ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৮১৪ জন সহকারী শিক্ষক আছেন। ২৯ জন এটিও প্রতি জেলায় কর্মকর্তা আছেন। জেলায় ৫১১টি সরকারি, ১৩৪টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড, ৮টি রেজিস্ট্রিবিহীন, ৩৫টি স্যাটেলাইট, ৪৭টি কমিউনিটি, চারটি কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়, ৪১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ মোট ৭৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ জেলায় ৬-১০ বছর বয়সী প্রায় ৩ লাখ ছেলেমেয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রসংখ্যা ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪৪৬ জন। লক্ষ্মীপুর জেলা সদরে ৯২টি, রায়পুর ৭টি, রামগঞ্জে ৪টি এবং রামগতি উপজেলার ৫টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এসব গ্রামের প্রায় অর্ধলাখ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জেলার অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ২/৩ ঘণ্টা বিলম্ব করে বিদ্যালয়ে আসেন এবং অনেকে বিদ্যালয় ছুটির ৩/৪ ঘণ্টা আগেই চলে যান। একশ্রেণীর শিক্ষক হাজিরা খাতায় সই দিয়ে কোনো ক্লাস না নিয়েই স্কুল ত্যাগ করেন। ছুটি ছাড়াই অনেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকেন এবং পরে এসে হাজিরা খাতায় সই করেন। অধিকাংশ শিক্ষকই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দায়সারাভাবে পাঠদান করান।

শিক্ষাদানে শিক্ষকদের অবহেলার কারণে জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের তেমন লেখাপড়া হচ্ছেন না— এ অভিযোগ অনেক অভিবাবকের। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার দ্রুত কমে আসছে। তাছাড়া এটিও এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের মাঝে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শনের কথা থাকলেও তারা তা করেন না বলে অভিযোগ আছে।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাতে অনিয়ম না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।